যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ নীতিমালা-২০১২ (সংশোধিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
০২ শ্রাবণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৭ জুলাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়, চলচ্চিত্র অধিশাখা

তারিখ: ০২ শ্রাবণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ/ ১৭ জুলাই ২০১৪ খ্রীস্টাব্দ নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.৩২.০০১.১৩-৪১২
এতদ্বারা যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ নীতিমালা-২০১২ (সংশোধিত) জারি করা হলো।

শিল্প, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা সময়ের ধারাবাহিকতায় বিকাশমান, গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। চলচ্চিত্রও এমনি একটি শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম। এ মাধ্যমের বিকাশ এবং সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে অন্য দেশের সাথে যৌথভাবে কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরণের কাজের পথ সুগম করার মানসে বিদেশী সংস্থা/প্রযোজকদের সাথে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য বিদ্যমান নীতিমালাকে পরিমার্জন করে নিম্নরূপভাবে **'যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ নীতিমালা-২০১২'** (সংশোধিত) প্রণয়ন করা হলো:

(১) যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্রে আবহমান বাংলা, বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সুষ্ঠু প্রতিফলন থাকতে হবে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে উন্নত মানের চলচ্চিত্র উৎপাদনের জন্য কারিগরি বিশেষ দক্ষতা অর্জন, চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন এবং দেশের বাইরে চলচ্চিত্রের বাজার সম্প্রসারণ যৌথ প্রযোজনার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের জনগণের মধ্যে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সুসম্পর্ক স্থাপন অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হবে।

(২) চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুতে এমন কিছু স্থান পাবে না যাতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, জনগণের সম্মান বিঘ্নিত হয় এবং অসৌজন্যমূলক আচরণ প্রকাশ পায়। বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনাকারীগণ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশের ও জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শৈল্পিক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাবেন।

(৩) ক. চলচ্চিত্র নির্মাণের আবেদন বিএফডিসি'র বরাবর পেশ করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে যৌথ প্রযোজনার জন্য সম্পাদিত চুক্তিপত্রের নোটারাইজড কপি, পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য, চরিত্র অনুযায়ী শিল্পীদের নামের তালিকা, মূল কুশলীদের নাম ও দেশের নাম সংম্বলিত তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।

খ. যৌথ প্রযোজনায় নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ, সংহতি, সংস্কৃতি পরিপন্থী কোন বিষয় নিহিত আছে কিনা সে বিষয়টি বিশদভাবে পরীক্ষা করার স্বার্থে প্রস্তাবিত চিত্রনাট্য অনুমোদনের জন্য বিএফডিসি কর্তৃপক্ষ তা এ নীতিমালার ৩.গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানের আলোকে গঠিত কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। যথাযথ পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর বর্ণিত কমিটি **চিত্রনাট্য** অনুমোদন করবে অথবা নাকচ করে বিএফডিসিকে জানিয়ে দেবে। **অনুমোদিত চিত্রনাট্য বিএফডিসি কর্তৃপক্ষ কমিটির রিপোর্ট মতামতসহ যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে। চূড়ান্ত** অনুমোদন দেয়ার পরে শিল্পী-কুশলীর যে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে **মন্ত্রণালয়** হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

গ. যৌথ প্রযোজনায় নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য পরীক্ষা করার জন্য ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির সভাপতি হবেন বিএফডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সদস্য হিসেবে থাকবেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব(চলচ্চিত্র), সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, ডিএফপি'র পরিচালক (চলচ্চিত্র), বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতির সভাপতি ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি এবং কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বিএফডিসি'র পরিচালক (উৎপাদন) ।

ঘ. **যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মিত হওয়ার পর চিত্রনাট্য পরীক্ষা করার জন্য গঠিত কমিটি চলচ্চিত্রটি দেখবে** এবং **যৌথ প্রযোজনার শর্ত পূরণ হয়েছে কিনা সে মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করবে। কমিটির বিবেচনায় অনুমোদিত চিত্রনাট্য অনুযায়ী ছবিটি নির্মিত না হয়ে থাকলে বা চলচ্চিত্রটি যৌথ প্রযোজনার শর্ত পূরণ না করলে কমিটি পর্যবেক্ষণ প্রদান করবে। এ কমিটির ইতিবাচক প্রত্যয়ন ব্যতীত কোনো চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা যাবে না।**

(৪) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ক্যামেরা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পুন:রপ্তানির জন্য আমদানির ক্ষেত্রে ''আমদানি নীতি আদেশ ২০০৯-২০১২'' এর ১৩(২) অনুচ্ছেদের বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

(ক) যৌথ প্রযোজনার অনুমতির আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির তালিকা দাখিল করে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(৫) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিদেশী নির্মাতাগণের সাথে ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা ও ফেরত নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সহজীকরণের বিষয়ে কেস টু কেস ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

(ক) চলচ্চিত্র নির্মাণ শেষ হবার ০১ মাসের মধ্যে ক্যামেরা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পুন:রপ্তানি সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) রপ্তানিতব্য পণ্যসমূহ শুল্কায়নকালে সংশ্লিষ্ট শুল্ক স্টেশনে বাংলাদেশ ব্যাংক, BTRC এবং আমদানি রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের অনাপত্তি পত্র/অনুমোদন দাখিল করতে হবে;

(গ) উক্ত অনাপত্তিপত্র/অনুমোদনে বর্ণিত শর্তাবলি(যদি থাকে) যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

(ঘ) কায়িক পরীক্ষার মাধ্যমে আমদানীয় যন্ত্রপাতির মডেল, সিরিয়াল নম্বর ইত্যাদি তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে যাতে পুন:রপ্তানিকালে যন্ত্রপাতিসমূহ সহজে সনাক্ত করা যায়।

(ঙ) কোনো ক্যামেরা বা সরঞ্জামাদি নষ্ট কিংবা খোয়া গেলে সংশ্লিষ্ট বৈধ কর্তৃপক্ষের সনদ নিতে হবে।

(৬) চলচ্চিত্রের নির্মাণের জন্য নিয়োজিত মুখ্য শিল্পী এবং কলাকুশলীর সংখ্যা, যৌথ প্রযোজকগণই যৌথ প্রযোজনা চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন। **এ ক্ষেত্রে প্রতি দেশের শিল্পী ও কলাকুশলীর সংখ্যানুপাত সাধারণভাবে সমান রাখতে হবে। একইভাবে চিত্রায়নের লোকেশন সমানুপাতিক হারে নির্ধারণ করতে হবে।**

(৭) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য যৌথ প্রযোজনা চুক্তি অনুযায়ী চলচ্চিত্রের পরিচালক নির্ধারিত হবেন।

(৮) **মন্ত্রণালয় কর্তৃক** যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের চূড়ান্ত অনুমতি প্রদান করার পর বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহের নিকট প্রদত্ত শিল্পী ও কলাকুশলীর তালিকা অনুযায়ী সরকারি ভিসা প্রদানের নিয়মনীতি অনুসরণ পূর্বক ভিসা প্রদান করা হবে।

(৯) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের ভাষা কি হবে তা ছবি নির্মাতাগণই নির্ধারণ করবেন। তবে বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বাংলা অথবা ইংরেজিতে সাব-টাইটেল থাকতে হবে।

(১০) যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্রের বাংলা সংস্করণ, পরিস্ফুটন, মুদ্রণ, সম্পাদনা, শব্দ সংযোজন ও পুন:সংযোজন ইত্যাদি সম্পাদনা সংক্রান্ত কার্যাবলী, নেগেটিভ প্রসেসিং কোথায় কিভাবে করা হবে সে বিষয়ে যৌথ প্রযোজনাকারীগণই সিদ্ধান্ত নিবেন।

(১১) কোনো প্রযোজক/পরিচালক একই বছরে যে কোন সংখ্যক যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারবেন।

(১২) যৌথ প্রযোজনার নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক যে সব যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিদ্যমান থাকবে সে সব চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে :

নিরাপত্তা বা আইন শৃংখলা :

(ক) বাংলাদেশ বা দেশের জনগণ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি যদি কোনভাবে ঘৃণার উদ্রেক করে;

(খ) স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা বা সংহতি নষ্ট হয় এমন মনোভাব ব্যক্ত করা হলে;

(গ) দেশের শৃংখলা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে কোন নির্দেশ লংঘন করা হলে;

(ঘ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন বিদ্রোহ, নৈরাজ্য এবং হিংসাত্মক ঘটনার প্রদর্শন;

(ঙ) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষতি করতে পারে এমন সামরিক বা অন্যান্য সরকারি গোপনীয় কোন কিছু প্রকাশ করা হলে;

(চ) আইন শৃংখলা ভঙ্গ করে এবং আইন অমান্য করার পক্ষে সহানুভূতি সৃষ্টি করে এমন কিছু প্রদর্শিত হলে;

(ছ) প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ বা অন্য কোন বাহিনী, যারা দেশের আইন শৃংখলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত, তাদের উপহাস করা হলে অথবা তাদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে এমন কিছু করা হলে। এসব বাহিনীর লোকদের নিয়ে যদি কোন চরিত্র চিত্রায়ন করা হয় যা কোন বেআইনী বা অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধ/প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তা অনুমোদনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে;

(জ) প্রতিরক্ষা বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর লোকদের কুৎসিত পোশাকে প্রদর্শন করা হলে;

(ঝ) দুর্বল ও অসম্পূর্ণ গল্পের মাধ্যমে যদি আইন শৃংখলার অভাব, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, অপরাধ বা গোয়েন্দা তৎপরতা প্রদর্শন করা হয় এবং যা গড়পড়তা দর্শককে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা থাকে।

আন্তর্জাতিক :

(ক) কোন বিদেশী রাষ্ট্র যার সাথে বাংলাদেশের কোন বিষয়ে বিরোধ বিদ্যমান সেই রাষ্ট্রের পক্ষে কোন প্রচারণা করা যা ঐ বিরোধের বিষয়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। অথবা কোন বন্ধু দেশের বিরুদ্ধে কিছু প্রচার করা যা বাংলাদেশ ও সে দেশের সুসম্পর্ক নষ্ট করতে পারে;

(খ) রাষ্ট্রনীতি লংঘন করলে অর্থাৎ এমন কিছু দেখান হলে যা অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে অথবা বহি:বিশ্বের সংবেদনশীল মনোভাব ক্ষুণ্ণ করতে পারে;

(গ) কোন জনগোষ্ঠী বা জাতির ইতিহাসকে বিকৃত করে বা ইতিহাসের অমর্যাদা করে এমন কিছু ঘটনা বা প্রসঙ্গ বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব নিয়ে প্রকাশ করা;

(ঘ) স্বাধীনতার চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনার বিকৃত প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ, দেশের আদর্শ ও জাতীয় বীর পুরুষদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা।

ধর্মের সংবেদনশীলতা :

(ক) কোন ধর্মকে উপহাস, অসম্মান বা আক্রান্ত করা;

(খ) ধর্মীয় সম্প্রদায়, বর্ণ বা বিভিন্ন ধর্ম মতের মানুষের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করা এবং বিবাদ বাধানোর প্ররোচনা দেয়া;

(গ) বিতর্কিত সামাজিক বিষয়কে সমালোচনা বা সমর্থন করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা;

(ঘ) ধর্মমত প্রচারের কার্যকলাপকে উপহাস বা ব্যাখ্যা করা যা সে ধর্মের বিশ্বাসীদের অনুভূতিকে আহত করতে পারে।

নৈতিকতাহীনতা বা অশ্লীলতা :

নৈতিকতা বিবর্জিত ক্রিয়াকলাপ-কে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং গুরুত্ব কম দেয়া;

(ক) নৈতিকতা বিবর্জিত জীবনকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা, আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক করে দেখানো;

(খ) নষ্ট ও অনৈতিক চরিত্রকে প্রশংসা করা এবং সহানুভূতির চোখে দেখা;

(গ) জঘন্য পথে অর্জিত কোন কিছুর সাফল্য সহজভাবে গ্রহণ করা এবং সমর্থন করা;

(ঘ) প্রকৃত অর্থে দৈহিক মিলন, ধর্ষণ বা গভীর ভালবাসার দৃশ্য যা অশ্লীলতা দুষ্ট বলে মনে হবে তা প্রকাশ করা;

(ঙ) নোংরা ও অশ্লীল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এমন শব্দ, উক্তি, সংলাপ, গান বা বক্তব্য তুলে ধরা;

(চ) জাতীয় প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং সংস্কৃতির যে কোন দিকের অশোভন প্রকাশ।

বর্বরতা :

(ক) জীবজন্তুর প্রতি নির্দয়তা ঢালাওভাবে প্রকাশ করা;

(খ) অতিমাত্রায় ভয়ভীতি, নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করা যা দর্শকদের মনের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে;

(গ) কোন চরম প্রকৃতির পথে কোন কিছু সমাধান দেখানো যদি না তা সমাজের কল্যাণের জন্য করা হয়।

অপরাধ :

(ক) অপরাধমূলক কাজকে ক্ষমা করা;

(খ) অপরাধীর অপরাধ করার কৌশল ও কার্যপ্রণালী এমনভাবে দেখানো যা নতুন অপরাধের কৌশল সৃষ্টিতে সহায়ক হবে;

(গ) অপরাধীকে সম্মানজনক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং দর্শকদের থেকে সহানুভূতি আদায় করা;

(ঘ) অপরাধ দমন, অপরাধীর শাস্তি অথবা তাদের বিচার করার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাকে বিদ্বেষপূর্ণভাবে উপহাস করা বা মর্যাদাহানি ঘটানো;

(ঙ) অপরাধমূলক কার্যকলাপকে লাভজনক করে দেখানো অথবা সাধারণ জীবন প্রবাহের নিত্য নৈমিত্তিক সহজ ব্যাপার হিসেবে প্রদর্শন;

(চ)অপরাধমূলক কার্যকলাপকে এমন করে দেখানো যা সাধারণের সহানুভূতি পেতে পারে;

(ছ) যুব সম্প্রদায় এবং তরুনদের কাছে অপরাধকে সাধারণ জীবনের সহজ ঘটনা হিসেবে পরিচিত করানো এবং এমন করে দেখানো যেনো এমন অপরাধকে পরিত্যাগ করার প্রয়োজন সমাজে নেই;

(জ) নারী ও শিশু পাচার, নেশা, মদ, ঔষধ এর যে কোন ধরনের চোরাকারবারের পক্ষে সমর্থন দেয়া;

নকল ছবি :

অপরিহার্যতা ব্যতীত কোন পুরানো বা নির্মাণাধীন বিদেশী অথবা বাংলাদেশী চলচ্চিত্র থেকে যে কোন ধরনের নকল করা;

(১৩) যৌথ প্রযোজিত চলচ্চিত্র বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য দি সেন্সরশিপ অব ফিল্মস (সংশোধিত) আইন ২০০৬ ও সিনেমাটোগ্রাফ এ্যাক্ট, ১৯১৮ এর আওতাধীন থাকবে।

(১৪) প্রত্যেক যৌথ প্রযোজনাকারী তাদের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র নিজ নিজ দেশে বাজারজাত-করণের অধিকার প্রাপ্ত হবেন। তবে আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে বাজার নির্ধারণ করা যাবে;

(১৫) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন দেশের প্রচলিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সংক্রান্ত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে;

(১৬) যৌথ প্রযোজনাকারী দেশসমূহে চলচ্চিত্রের উৎপাদন, মুক্তি এবং বাজারজাতকরণের বিষয়টি স্ব স্ব দেশের আইন ও বিধি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে;

(১৭) যৌথ প্রযোজনা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে তথ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং নীতিমালায় প্রয়োজনবোধে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন ইত্যাদি মন্ত্রণালয় করতে পারবে।

(১৮) এ নীতিমালা জারীর তারিখ হতে কার্যকরী মর্মে গণ্য হবে।

(১৯) যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুমোদনপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের সময়সীমা অনুমোদনপ্রাপ্তির তারিখ হতে ০৯ মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে এ সময় ০৩ মাস বৃদ্ধি করা যাবে।

(২০) বিদেশী প্রযোজকদের সাথে যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য মন্ত্রণালয়ের ০১.৬.১৯৯৮ তারিখে তম/চলচ্চিত্র-১/৯৮/৬২৭ নং বিজ্ঞপ্তিমূলে জারীকৃত নীতিমালা, ০২.০২.২০০০ইং তারিখে তম/চলচ্চিত্র-১/৯৯-৩০ নং সংশোধনী আদেশ এবং এর পূর্বে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তিমূলে প্রণীত সকল নীতিমালা এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৭.০৭.২০১৪
(মরতুজা আহমদ)
সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চলমান পৃষ্ঠা/০৬